

শিবগঞ্জে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার সাড়ে পাঁচ হাজার খাতা গায়েব

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া •
বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সাড়ে পাঁচ হাজার খাতা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। খাতাগুলো ছিল উপজেলা শিক্ষা অফিসারের হেফাজতে। এতে করে ফলাফল পুনঃমূল্যায়নের জন্য আবেদনকারী শতাধিক শিক্ষার্থী পড়েছে বিপাকে। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়িত ফলাফল প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বগুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসারের হেফাজতে থাকা সাড়ে ৫ হাজার খাতা উধাও হওয়ার ঘটনাটি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে গত ১৯ জানুয়ারি। এরপর প্রথমে বিষয়টি

ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। উধাও হওয়া খাতার মধ্যে ফলাফল পুনঃমূল্যায়নের আবেদনের খাতাও রয়েছে। যার কারণে গত ২৪ জানুয়ারি খাতা উধাও হওয়ার ঘটনাটি তদন্ত করতে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

খোজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী-২০১৫ পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর খাতাগুলো বস্তায় ভরে শিবগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গোড়াউনে রাখা হয়। ওই গোড়াউনে তালা দিয়ে ১টি চাবি উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিলুর রহমান এবং অপর একটি চাবি সহকারী এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৮

শিবগঞ্জে প্রাথমিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার আবু রায়হানের কাছে রাখা ছিল। গত ৩১ ডিসেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী-২০১৫ পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী যাদের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি তাদের ২০০ টাকা মূল্যায়ন ফি জমা সাপেক্ষে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয় খাতা পুনঃমূল্যায়নের আবেদন করতে। সেই অনুযায়ী বগুড়া জেলার ১২ উপজেলা থেকে এক হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে আবেদনকারীদের খাতাগুলো জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠানোর শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় এবং ২১ জানুয়ারি পুনঃমূল্যায়নের ফলাফল টাকায় পাঠানোর শেষ তারিখ ছিল। বিভিন্ন উপজেলা থেকে খাতা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পাঠানো হলেও শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাদের খাতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে প্রায় শতাধিক খাতা পাঠাতে ব্যর্থ হন। আর এ সময়ই খাতা উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানতে পারেন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হোসেন আলী জানান, বিষয়টি উদ্ভতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এছাড়াও সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিশ্বজিৎ কুমার সাহাকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অপর দুই সদস্য হচ্ছেন শেরপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল কাউয়ুম ও কাহালু উপজেলা শিক্ষা অফিসার সারোয়ার হোসেন।

সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিশ্বজিৎ কুমার সাহা জানান, তারা গত ২৫ জানুয়ারি ঘটনাস্থল তদন্ত করে জানতে পারেন শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে শিবগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গোড়াউনে ২০১৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার খাতা ২৮টি বস্তায় ভরে রাখা হয়। সেখান থেকে ৩টি বস্তা উধাও হয়ে যায়। উধাও হওয়া তিনটি বস্তায় সাড়ে ৫ হাজার খাতা ছিল। তিনি বলেন, তদন্তকালে তারা দেখেছেন, গোড়াউনের তালা অরক্ষিত ছিল। বিষয়টি পুরো রহস্যজনক বলে মনে হয়েছে।

শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিলুর রহমান জানান, তিনি খাতা হারানোর বিষয়টি পরে জেনেছেন। কীভাবে হারাল তা বলতে পারবেন না। তবে এ ঘটনায় তিনি শিবগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন।